সমকাল

তারিখ ... 15 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষার উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ

মাছুম আহমদ

আজ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ৭১তম জন্মদিন। নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৪৫ সালের ৫ জুলাই সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার পকখণ্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট এমসি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেটেছে তার শিক্ষাজীবন।

নুরুল ইসলাম নাহিদের রয়েছে, সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে তৎকালীন ছাত্রনেতাদের মধ্যে যে ক'জন আজও রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় অবদান রাখছেন, নাহিদ তাদের অন্যতম। জাতীয় পর্যায়ে ষাটের দশকের সামরিক ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, শিক্ষার দাবি ও অধিকার অর্জন, গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সব আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ ওই সময়কালের সব আন্দোলন-সংগ্রামের একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি ছিলেন আন্দোলন-সংগ্রামের প্রথম সারিতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এবং তৎকালীন অন্যতম বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নুরুল ইসলাম নাহিদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পাকিস্তানি বাহিনীর দালাল খুনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত 'ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে ওই আন্দোলন ও গণআদালত গঠন করাসহ নব্বইয়ের দশকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা পুনরুজ্জীবিত করার ঐতিহাসিক সংগ্রামে নুরুল ইসলাম নাহিদ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে পার্টি সংগঠনের (সাংগঠনিক সম্পাদক) দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি পার্টির আদর্শগত শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে নুরুল ইসলাম নাহিদ

নুরুল ইসলাম নাহিদ

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গুণগত পরিবর্তন দেখা দিলে বাস্তবতার বিবেচনায় সেই প্রক্রিয়ায়ই পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালে অন্যান্য সহকর্মীকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। বর্তমানে নুরুল ইসলাম নাহিদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক।

নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে (২০০৯-২০১৪) শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছেন। তার উদ্যোগে প্রথমবারের মতো সব মহলের মতামত নিয়ে সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন, জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন (চলমান) সম্ভব হয়েছে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন করে নতুন প্রজন্মকে আধুনিক মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, অন্যদিকে নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ, সততা, নিষ্ঠা, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ দেশপ্রেমিক হিসেবে উদ্বুদ্ধ করে এক নতুন আধুনিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি গত অর্ধযুগ থেকে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগ, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, ভর্তি নীতিমালা বাস্তবায়ন, যথাসময়ে ক্লাস শুরু, নির্দিষ্ট দিনে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, ৬০ দিনে ফল প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপক কার্যক্রম, স্বচ্ছ গতিশীল শিক্ষা প্রশাসন গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট করে ঝরে পড়া বন্ধ করা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম বছরেই ২০১০ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ স্কুল ও মাদ্রাসায় সব শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ১৯ কোটি বই বিনামূল্যে যথাসময়ে পৌঁছে দিয়ে দেশবাসীকে বিস্মিত করেছেন। তার এই অভূতপূর্ব সাফল্য সমগ্র জাতির কাছে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্ব সমাজে পেয়েছে স্বীকৃতি ও মর্যাদা।

'নাম মানুষকে বড় করে না, কর্ম মানুষকে বড় করে তুলে'– উক্তিটি নুরুল ইসলাম নাহিদের ক্ষেত্রেও সত্য।

masumahmed_mrmedia@yahoo.com